একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Buddhadev Guha's Detective Story: In the Light of the Novel 'Waikiki'

বুদ্ধদেব গুহর গোয়েন্দা কাহিনি: ওয়াইকিকি উপন্যাসের আলোকে

Name of the Author: **Ganesh Karmakar**

Affiliation: **Research Scholar, Bengali Department, Kalyani University, West Bengal, India**

Abstract: The birth of world detective literature took place in the third and fourth decades of the nineteenth century. However, the seeds of detective stories were hidden in various ancient literatures and epics even before that. Professor Sukumar Sen believes that the story of Daniel and the High Priest, found approximately four thousand years ago, is the world's first detective story. However, Bengali detective literature originated from Western detective literature. Although there were subtle narratives in the Ramayana and Mahabharata in the early stages of Bengali literature, the first formal beginning of Bengali detective stories occurred in the late nineteenth century at the hands of Priyanath Mukherjee. Priyanath's 'Darogar Kahini' (The Story of the Police Inspector) is the first detective story in Bengali literature. After Priyanath, the notable names in detective literature include Panchkari De, Sharadindu Bandyopadhyay, Nihar Ranjan Gupta, Satyajit Ray, Nirendranath Chakraborty, Sunil Gangopadhyay, Buddhadeb Guha, and others. Buddhadeb Guha was born at the Shishumangal Seva Pratishthan of the Ramakrishna Mission in Kolkata. His father was Sachindranath Guha and his mother was Manjulika Devi. Buddhadeb Guha's successful detective character is 'Rijuda'. Rijuda's associates, Rudra, Titir, and Bhatkai, are all teenage detective characters. Buddhadeb Guha's first detective novel is 'Waikiki'. In this novel, the narrator, Jeet Bose, comes to Honolulu in the Hawaiian Islands for a vacation, where he meets a beautiful woman named Lara. A friendship and intimacy develop between them. At that time, Lara's old boyfriend, Kenneth Heyer, is mysteriously murdered on Waikiki Beach. This murder gives rise to a series of mysteries.

Keywords: Waikiki, detective, Jeet Bose, Lara, Hawaiian Islands, murder, crime, Nene bird

বুদ্ধদেব গুহর গোয়েন্দা কাহিনি: ওয়াইকিকি উপন্যাসের আলোকে

গনেশ কর্মকার

'গোয়েন্দা' শব্দের অর্থ গুপ্তচর , রহস্যসন্ধানী, (সংসদ বাংলা অভিধান , সাহিত্য সংসদ)। অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর 'ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি' বইতে 'গোয়েন্দা' শব্দটি ব্যবহার না করে 'হুনর' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। বিশ্ব গোয়েন্দা সাহিত্যের জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় এবং চতুর্থ দশককে গোয়েন্দা গল্পের উত্থানের সময় হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও , অপরাধ গল্পের বীজ লুকিয়ে আছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রাচীন সাহিত্যে , এমনকি মহাকাব্যেও। অধ্যাপক সুকুমার সেন বিশ্বাস করেন যে , প্রায় চার হাজার বছর আগে পাওয়া দানিয়েল এবং মহাযাজকের গল্পটি পৃথিবীর প্রথম গোয়েন্দা গল্পের উদাহরণ। ডিটেকটিভ কাহিনির যে তিনটি মূল লক্ষণ সমস্যা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষ সমাধান এই কাহিনিতে সবই আছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একশত আট সূক্তে যে গল্পটি আছে সেখানে বৈদিকযুগে দেবতাদের চুরি যাওয়া গোরুর খোঁজ পেয়েছিলেন কুক্কুরী সরমা। এই গল্পটির মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার হল গোয়েন্দা কর্মে কুকুরের নিয়োগ। গোয়েন্দা কাজে কুকুরের সাহায্য নেওয়া নিতান্ত আধুনিক কালের রীতি। এরপর রামায়ণে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ একটি সামাজিক অপরাধ এবং রাবণকে দণ্ডদানের জন্য সীতার অলঙ্কারগুলি খুঁজে খুঁজে অপরাধীর গন্তব্যস্থল আবিষ্কারের যে অনুসন্ধিৎসা রামচন্দ্র দেখিয়েছেন তা গোয়েন্দা কর্তৃক অপরাধের সূত্র অন্বেষণের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। আবার মহাভারতের জতুগৃহকে কেন্দ্র করে কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে যে বুদ্ধির সংঘাত সৃষ্টি করা হয়েছে, তা একালের অপরাধধর্মী গল্পে অপরাধ ও গোয়েন্দার মধ্যে বুদ্ধির প্রতিযোগিতা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

বাংলা সাহিত্যের বিকাশ যেমন ঘটেছিল পাশ্চাত্য সাহিত্যের চিন্তা-চেতনা থেকে। তেমনই উনিশ শতকের শেষের দিকে পাশ্চাত্য গোয়েন্দা সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা গোয়েন্দা গল্পের আবির্ভাব ঘটে। তবে ডিকেন্স, দস্তয়েভস্কির মতো গোয়েন্দা গল্পের কিছু কিছু ঘটনা যেমন হত্যা, ডাকাতি, চুরি, নারীহরণ প্রভৃতির মতো অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের কিছু কিছু নিদর্শন বঙ্কিম উপন্যাসে পাওয়া যায়। 'ইন্দিরা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ইত্যাদি উপন্যাসে। তবে এগুলিকে গোয়েন্দা গল্প বলা কোনো মতেই সঙ্গত নয়। এইগুলিকে গোয়েন্দা গল্পের প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা গোয়েন্দা গল্পের প্রথম সূচনা ঘটে উনিশ শতকের শেষের দিকে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের হাতে। প্রিয়নাথের পর গোয়েন্দা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন পাঁচকড়ি দে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. নীহার রঞ্জন গুপ্ত, সত্যজিৎ রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, সুচিত্রা ভট্টাচার্য প্রমুখ। বুদ্ধদেব গুহর সার্থক গোয়েন্দা চরিত্র 'ঋজুদা'। এই ঋজুদার সহযোগী রুদ্র, তিতির, ভটকাই।

মূল কাহিনির সঙ্গে যে কাহিনিতে রোমান্স থাকে, রহস্য থাকে, অপরাধ থাকে, একটা চাঞ্চল্য রোমাঞ্চকর চমক থাকে সেই জাতীয় কাহিনি সাধারণভাবে রহস্য কাহিনি বা গোয়েন্দা কাহিনি হিসেবে পরিচিত। অনেক

ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এই কাহিনিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায় যেমন পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, অনুমান, সিদ্ধান্ত। সাধারণত একজন গোয়েন্দা কোনও অপরাধের তদন্ত করে সাধারণভাবে সেই কাহিনি গোয়েন্দা কাহিনি বা গোয়েন্দা উপন্যাস হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। গোয়েন্দা উপন্যাসের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়—

(ক) গোয়েন্দা উপন্যাসের কাহিনি প্রায়ই জটিল, ও অপ্রত্যাশিত মোড়ে মোড়ে বাঁকতে থাকে, যা পাঠকের আগ্রহকে ধরে রাখে।

(খ) এই কাহিনি হবে অবশ্যই রহস্যপূর্ণ। এখানে দুঃসাহসিকতা এবং রোমাঞ্চকর ঘটনা প্রায়শই স্থান পায়, যা এটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

(গ) এই কাহিনিতে তদন্তকারী হিসেবে পুলিশের ব্যর্থতা অধিকাংশ সময় দেখানো হয়। কিন্তু অনেক উপন্যাসে ব্যতিক্রমও থাকে। তদন্তকারী হিসেবে একজন গোয়েন্দার আবির্ভাবও দেখা যায়।

(ঘ) গোয়েন্দা কাহিনির যিনি গোয়েন্দা হবেন তার আকর্ষণ বিশেষভাবে কাহিনিতে ফুটে উঠবে। তিনি বুদ্ধিমান ও চতুর হবেন।

(ঙ) গোয়েন্দা সাহিত্যে যাকে প্রথমে অপরাধী বলে মনে হয় সে হয় নিরপরাধ। অপরাধী হয় অন্য কেউ।

(চ) এখানে রহস্য সমাধানের পাশাপাশি সমাজের প্রতিচ্ছবিও তুলে ধরে।

(ছ) এখানে অপরাধ মূল উপাদান। এই অপরাধকে কেন্দ্র করেই বাকি কাহিনি গড়ে ওঠে।

গোয়েন্দা কাহিনির বৈশিষ্ট্যের নিরিখেই বিচার্য বুদ্ধদেব গুহর ‘ওয়াইকিকি’ উপন্যাস গোয়েন্দা উপন্যাস হিসেবে কতখানি সার্থক। বুদ্ধদেব গুহর প্রথম গোয়েন্দা উপন্যাস ‘ওয়াইকিকি’। এই উপন্যাসের কথক জিত বোস। তিনি পড়াশুনো সূত্রে কানাডার মন্ট্রিয়ালে থাকেন। ছুটি কাটাতে তিনি হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জে আসেন। হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ‘হনলুলু’। কথক জিত বোস হাওয়াই-এর উৎসব মুখর সপ্তাহে এসেছিলেন । এখানে এসে জিত বোসের সাথে দেখা হয় এক মোহময়ী নারী নাম লারা। ওয়াইকিকি সমুদ্র সৈকতে এসে তাঁদের মধ্যে একে অপরের প্রেম নিবেদন ও ঘনিষ্টতা হয়। ওয়াইকিকির সমুদ্র সৈকতে দুইজনে ঘুরে বেড়ায়।

লারার প্রেমিক ছিলেন কেনেথ হ্চার । হোটেলে জিত বোসের রুমের টেলিফোনে কেনেথ জিত বোসকে বলেন যে, সে লারা ও জিতের সম্পর্কের কথা জানতে পেরেছেন । এই নিয়ে লারার সঙ্গে কেনেথের ভুল বোঝাবুঝি হয়। পরেরদিন লারা জিত বোস কে ‘কাহালা হিলটন’ এ নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। কাহালা হিলটনে যে গাড়িটি করে লারা ও জিত বোস যায় , সেই গাড়িটি একটি প্রাইভেট গাড়ি। গাড়ির ড্রাইভারের কাঁধের উপরে ডি-আই-আই লেখা। সেটি দেখে জিত বোসের সন্দেহ হয়। ডি-আই-আই তিনটি অক্ষরে লেখার রহস্য সন্ধান করেন জিত। ডি-আই-আই এর মানে হল ড্যানার ইনটিগ্রেটেড ইনটারন্যাশানাল। জিতের মনে প্রশ্ন জাগে যে এই ড্যানার কে? লারা কেন তাঁর কাছে সবকিছু লুকোচ্ছে ? হটাৎ এই গাড়িই বা এলো কোথা থেকে ? এছাড়া জিত যখন হাওয়াইয়ান হাটে এক রেস্তোরাঁতে বসেছিলেন সেই সময় এক অপরিচিত লোক তাকে জিজ্ঞেস করেন সে

লারা কে কতদিন ধরে চেনেন? সেই অপরিচিত লোকটি জিতকে সাবধানে থাকতে বলেন আর যেতে যেতে বলেন লারা খুব বিপদজ্জনক। ইউ-এস-এর এফ-বি-আই মিস্টার ম্যাক্স গিলিগান লারা ও জিতকে কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য তাদের অফিসে ডাকেন। অফিসে গিয়ে জিত নিউজ পেপার পড়ে জানতে পারেন যে লারার প্রেমিক কেনেথ হচ্নার খুন হয়েছেন এবং আততায়ী এখনো ধরা পড়েনি। রহস্য এখান থেকেই শুরু। ওয়াইকিকি সমুদ্র সৈকতে লারার পুরানো প্রেমিক কেনেথ হচ্নার খুন হয়। এই খুনকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসে ঘটতে থাকে একের পর এক রহস্যকাহিনি। গোয়েন্দা সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এখানে অপরাধ মূল উপাদান। এই উপাদানকে কেন্দ্র করেই বাকি কাহিনি গড়ে ওঠে। বুদ্ধদেব গুহর এই উপন্যাসেও লারার প্রেমিক কেনেথ হচ্নারের খুনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে উপন্যাসের নানা কাহিনি। এরফলে অনেকগুলি প্রশ্নের জন্ম নেই যে কে মারলো কেনেথ কে? কেনই খুন হতে হল কেনেথ কে? অফিসে নিউজ পেপারে প্রথম পাতায় লেখাছিল—

> *"প্রথম পাতার মাঝামাঝি জায়গায় বাঁদিকে বড় বড় হেডলাইনের খবরঃ 'মাডার অন দ্য বীচ' তাঁর নীচেই কেনেথের ছবি...*
> *কেনেথ হচ্নার নামের এক ভদ্রলোক তাঁর বাড়ি ম্যাসচুসেট্স-এ কর্মস্থল টোরোন্টো , কাল সকালের ফ্লাইটেই লস্ এঞ্জেলস্ থেকে এসেছিলেন হনলুলুতে। বোধ হয় আলোহা প্যারেড দেখতে। কোনো দুর্বোধ্য কারণে তিনি ওয়াই কিকির একটা হোটেলে বেনামে উঠেছিলেন। সন্ধ্যেবেলায় তিনি বীচ্-এ হেটে বেড়াচ্ছিলেন এমন সময় কে বা কারা তাঁকে সাইলেন্সার বসানো পিস্তল দিয়ে গুলি করে। একটাই গুলি , হার্টে। করোনার বলেছেন, পয়েন্ট ফোর ফাইভ কোল্ট পিস্তল দিয়ে গুলি করা হয়। আততায়ী ধরা পড়েনি।"[১]*

এফ-বি-আই এর অফিস থেকে বের হয়ে লারা জিতকে বলেন যে এই খুন ড্যানার করেছে। ড্যানার ছিল লারার সৎ বাবার বন্ধু। সে লারাকে দশ বছর বয়স থেকে জানে। লারা ছিল ড্যানারের রক্ষিতা। ড্যানার চাইনা যে লারার জীবনে অন্য কোনো পুরুষ আসুক , তাই সে লোক দিয়ে কেনেথকে খুন করেছে। লারা জিত বোসকে আরও বলেন যে সে যদি লারার সাথে থাকে তাকেও সে মেরে ফেলবে। লারা ড্যানারের ভয়ে হোটেল ছেড়ে দিয়ে কাহালা হিলটনে পালিয়ে যায় । সেখানে তাঁর নাম রাখেন জিনা ওয়াকার , সানফ্রানসিসকোর। কাহালা হিলটনে যাবার সময় লারা জিতকে একটি প্যাকেট দিয়ে যায় আর বলে যে এতে কতকগুলো দলিল আছে। মোলোকাইতে সে জমি কিনেছে তাঁর দলিলপত্র। তাঁর সলিসিটর ন্যুইয়র্কে থাকেন তাঁকে যেন ঐ প্যাকেটটি দেয় জিত। সলিসিটরের নাম ফিনিগান ব্রাদার্স, ফিফথ অ্যাভিন্যুতে তাদের অফিস।

এরপর সন্ধ্যের সময় জিত একটি ট্যাক্সি করে কাহালা হিলটনে যায় লারার সাথে দেখা করতে। সেখানে গিয়ে কাহালা হিলটনের বিচের মধ্যে লারার সাথে দেখা হয় জিতের। তারপর তারা বীচের বালি খুঁড়ে সেখানে বালির ঘর করতে থাকে। সেই সময় লারা বালির গর্তের মধ্যে একটি পিস্তল লুকিয়ে রাখে এবং এই পিস্তল লুকিয়ে রাখার ব্যাপার অস্বীকার করে জিতের কাছে। তারপর কাহালা হিলটনে বিচের একটু দূরে জিত বোস

কেনেথের মতো একজনকে দেখতে পায়। জিত লারাকে বলে যে সে কেনেথ কে দেখেছে এই বিচে তখন লারা বলে—

> *"ইটস ফুলিস। হতেই পারেনা। আমি জানি যে কেনেথ মারা গেছে। আমি নিশ্চয় জানি। এবং জানি বলেই আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা এর মাথামুণ্ডু।"*[২]

লারা জিতকে বলে যে সে ভূত দেখেছে। তারপর যেই জায়গাতে জিত কেনেথকে দেখেছিল সেখানে কেনেথের রুমাল পড়ে থাকতে দেখে লারার চোখ দুটি ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠে। কাহালা হিলটন থেকে হনলুলুতে ফেরার সময় জিতের ট্যাক্সিটা রাস্তার মধ্যে থামতেই কেনেথ জিতের দিকে পিস্তল দেখিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে 'বস' এর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে। জিতের মনের মধ্যে প্রশ্ন উঠতে থাকে কে বস ? আর প্রশ্ন উঠতে থাকে কেনেথ কি তাহলে ড্যানারের লোক? কারণ ক্যাডিলক লিমুজিনের ড্রাইভার যেমন লারার কাছে ড্যানারকে বস বলে উল্লেখ করত ঠিক সেই রকম। তারপরই ট্যাক্সিটা গিয়ে দাঁড়ায় ম্যাক্স এর বাড়ির সামনে। এফ-বি-আই এর বস মিস্টার ম্যাক্স গিলিগান যখন জিতকে বলেন ওয়াইকিকি তে হলিডে ইন এর সামনে সেদিন কেনেথ মারা যায়নি কেনেথ মারা গিয়েছিল আটদিন আগে টোরোন্টোতে। তখন কাহিনির মোড় অন্যদিকে ঘুরে যায়। জিত বোসের মনের মধ্যে নানান প্রশ্ন তৈরি হয়। ওয়াইকিকিতে কেনেথ নামে যে মারা গিয়েছিল আর নিউজ পেপারে যে মৃত্যুর খবর দেখেছিল জিত বোস সেটি আসলে ম্যাক্স গিলিগানের সাজানো ঘটনা । আসল খুনিকে ধরার জন্য এই সাজানো ঘটনা। এফ-বি-আই এর অন্য এক অফিসারের নাম বিল তাঁকেই মেক-আপ ও মাইনর প্ল্যাস্টিক সার্জারী করে কেনেথ হচনার সাজানো হয়েছিল। এই বিল কেনেথ সেজে হনলুলুতে হোটেলে জিত বোসের সাথে দেখা করেন। এছাড়াও কাহালা হিলটনে বিচের পাশে কেনেথ সেজে বিল গিয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যেই জিত বোসের মধ্যে অনেক গুলি প্রশ্নের জন্ম নেই প্রশ্নগুলি হল কেনেথ যদি আটদিন আগেই মারা যায় তাহলে কেনেথকে খুন করল কে ? তাছাড়া কেনেথ খুন হয়েছে টোরোন্টোতে সেখানে ড্যানার এর থাকার কথা নয়। আর হোটেলে লারার সঙ্গে যে কেনেথের ফোনে কথা হয় সে কে ছিল ? আর জিত বোসের সাথে যে কেনেথের কথা হয় সে কে?

ম্যাক্স গিলিগান জিত বোসকে বলেন যে নিউয়্যর্কের কেনেথের চাকরিটা ছিল নিছকই একটা ছুঁতো। আসলে কেনেথ ছিল ইন্টারন্যাশানাল স্মাগলার দলের লোক। সাংঘাতিক মানুষজনের সাথে তাঁর ওঠা বসা। তাছাড়া লারা যে প্যাকেটটি জিতকে দিয়েছিলেন তাতে কোনো দলিল ছিল না তাতে ছিল বারো তেরো পাউণ্ডের হিরে। আর লারা যে সলিসিটরের কথা বলেছিলেন ও ঠিকানা দিয়েছিলেন ঐ নামে বা ঐ ঠিকানায় কেউ থাকে না। ম্যাক্স গিলিগান আরও তথ্য জোগাড় করে বলেন যে কেনেথকে খুন লারাই করেছেন । লারা কেনেথকে ভালোবাসতো ঠিকই কিন্তু বারো মিলিয়ন ডলারের হিরের লোভে সে খুন করেন । লারা জানতো যে কেনেথ স্মাগ্লিং করে। হনলুলুতে ছুটি কাটাতে আসার আগে লারা লাঞ্চের পর অফিস ছুটি করে কেনেথের অ্যাপার্টমেন্টে যায়। সেখানে গিয়ে কেনেথ ও লারা দুজনের কাছাকাছি আসে এবং দুর্বল মুহূর্তে কেনেথ লারাকে ঐ হীরের কথা বলে।

আরও বলে যে এটা জায়গা মতো পাচার করতে পারলে পঞ্চাশ হাজার ডলার রোজগার হবে কেনেথের। তখন তারা দুজন লম্বা ছুটিতে যাবে এবং সারা পৃথিবী ঘুরবে। লারার সামনেই হীরেগুলো আলমারি থেকে বের করে দেখায়। একটি ভেলভেটের বাক্সের মধ্যে হীরেগুলো রেখে দেয়। এই হীরেগুলি দেখে লারার মাথায় ঝড় তোলে। লারা নিজের ফ্ল্যাটে যাবে বলে স্টেশনে গিয়েও ফিরে আসে। কেনেথের কাছে এসে বলে আমি চলে যাব কাল , কতদিন তোমাকে দেখতে পাবোনা তাই আরেকবার তোমার কাছে এলাম। তারা দুজনে মিলে সেই রাত্রে ড্রিঙ্ক করে তবে কেনেথই বেশি ড্রিঙ্ক করে। লারা তখন কেনেথের পিস্তল সম্পর্কে বলে—

> *"বালিশের তলায় তোমার পিস্তলটা যে সবসময় গুলিভরা অবস্থায় রেখে দাও। আমার শুতে ভয় করে বড়।"*[৩]

সেই কথা শুনে কেনেথ পিস্তলটা বের করে সাইড টেবিলে রেখে দেয়। তারপর লারা তাঁকে মিষ্টি করে বলে গুলি ভরে রাখো নাকি গুলি শুধু ম্যাগাজিনেই আছে। তখন কেনেথ তাঁকে আসস্থ করে যে গুলি পিস্তলের মধ্যে ভরে না রাখলে হঠাৎ প্রয়জনে কাজে লাগবেনা। তারপর লারা পিস্তল নিয়ে পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জে গুলি করে। কেনেথ সাথে সাথে মারা যায়। গোয়েন্দা উপন্যাসের আরেকটি বৈশিষ্ট্য যে যাকে অপরাধী বলে মনে হয় সেই হয় নিরপরাধ। অপরাধী অন্য কেউ, ঠিক সেই রকমই প্রথমে কেনেথের খুনী ড্যানারকে মনে হলেও খুনী হয় লারা আর এই ভাবেই উপন্যাসের মোড় ঘুরতে থাকে। সেই রাতে কেনেথ ড্যানারের ব্রথেলের একটি মেয়েকে ডাকে। ব্রথেলের মেয়েটি ওই রাতে কেনেথের ফ্ল্যাটে পৌছে করিডরে হাঁটার সময় দেখে যে কেনেথের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে লারা সিম্পসনস এর শপিং ব্যাগ আর হ্যাণ্ডব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ব্রথেলের সেই মেয়েটি পুলিশে খবর দিলে পুলিশ দরজায় লারার হাতের প্রিন্টের সঙ্গে ওর হাতের প্রিণ্টও পায়। পুলিশ বোঝে যে ব্রথেলের মেয়েটি সত্যি কথা বলছে। লারা কেনেথের পিস্তলটা নিয়ে যায়। এই পিস্তলটায় লারা কাহালা হিলটনের বিচে বালির মধ্যে লুকোচ্ছিলো। সমস্ত প্রমাণ বলে দেয় যে লারাই আসল খুনী। উপনাস্যের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। কিন্তু এর পরেও রয়ে যায় অনেক রহস্য এখানেই বুদ্ধদেব গুহ যেন সার্থক গোয়েন্দা উপন্যাসের রচয়িতা। এই উপন্যাসে কোনো গোয়েন্দা চরিত্র নেই তবে এখানে পুলিশ অফিসার ম্যাক্সই কেনেথের খুনের প্রমাণ জোগাড় করতে থাকে। এরপর ম্যাক্স গিলিগান সাদা পোশাকে এফ-বি-আই এর আর্মড নিয়ে লারাকে ধরতে যায়। সঙ্গে জিত বোসও যায়। ম্যাক্স জিতকে গাড়িতে যেতে যেতে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে সে কাহালা হিলটনের রিসেপসনে যেন বলে লারার সঙ্গে কথা বলবে। এর পর রিসেপসন থেকে টেলিফোনে জিত ও লারার কথোপকথন হয় লারা বলেন—

> *"তোমার আসতে ফোন করার দরকার কী ছিল। তবে যখন করেইছ তখন এক্ষুনি এসোনা। আমি চান করতে যাচ্ছি। জামাকাপড় ছেড়ে ফেলেছি। দরজা বন্ধ, তুমি দশ মিনিট পরে এস। হ্যাভ আ ড্রিঙ্ক অর আ কোক অ্যাজ ইউ প্লিজ।"*[৪]

তারপর জিত, ম্যাক্স দশমিনিট অপেক্ষা করতে থাকে। দেখতে দেখতে প্রায় আট মিনিট পার হয়ে গেলে ম্যাক্স ও জিত তারা আসতে আসতে হাইডওয়ে কটেজের দিকে যায়। সেই মুহূর্তে তাদের পাশ কাটিয়ে জিন্স পরা

একটি কদর্য প্রসাধন করা কুৎসিত দর্শন এক বৃদ্ধা ছইঞ্চি হিলের জুতো পরে চলে যায়। হাতে জিনের হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে। তবে তারা যখন লারার রুমের দরজার সামনে যায় তখন বেল টিপতেই ভিতর থেকে দরজার পাশ থেকেই লারা বলল—

"ডার্লিং দশ মিনিট পরে এসো। আমার এক বান্ধবী এসেছিল, এই মাত্র গেল। এখনই চান করতে যাচ্ছি জামা কাপড় পরে নেই, দরজা খুলতে পারছিনা, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।"[৫]

তারপর দশ মিনিট পর আবার বেল দেওয়ায় দেখা যায় লারা ঐ একই কথা বলছে। বার বার ঐ একই কথা। ম্যাক্স জিতকে বলেন টেপ রেকর্ডার বাজছে। লারা বৃদ্ধার ছদ্মবেশে পালিয়ে যান, যাওয়ার সময় আরও দুটি খুন করেন। ম্যাক্সের সাথে আসা জনকে আর রিসেপসনের সেই মেয়েটিকে। এখানেই যেন বুদ্ধদেব গুহর গোয়েন্দা উপন্যাসের সার্থকতা কারণ পুলিশের চোখে শুধু ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাওয়া নয়, সাথে আরো দুটি অপরাধ আরো দুটি খুন। এখানেই যেন লারা অপরাধের জগতের খলনায়িকা। তবে লারা হোটেল থেকে পালিয়ে যাবার সময় যে গাড়িটি ভাড়া করেন সেটি হোটেল থেকে আধমাইল দূরে একটি পার্কিং লটে রেখে যান। গাড়িটি লীনা জনসন নামে ভাড়া করেন লারা।

উপন্যাসের সাসপেন্স এখানেই শেষ নয় ম্যাক্স যে হীরেগুলো বাজেয়াপ্ত করেছিলেন সেইগুলো হনলুলুর নামী জুয়েলার ফার্মের ভ্যালুয়ারকে মুল্যায়ন করতে দিলে। তিনি ম্যাক্সকে বলেন যে হীরেগুলি সব নকল। তারপর ম্যাস্ক লারাকে বলেন—

"দ্যাট গার্ল মাস্ট বী দ্যা ডেভিল হিম সেল্‌ফ"[৬]

এফ-বি-আই ও কানাডিয়ান পোলিস সকলেই লারা নামক ডেভিলকে খুঁজে বেড়াতে থাকেন । গোয়েন্দা উপন্যাসের সমাপ্তটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি সুখকর পরিসমাপ্তি দিয়ে শেষ হয়। উপন্যাসে লারা ভালোবেসেছে জিতকে তাই তাঁর কোনো ক্ষতি চায়নি। সে জিতকে সবসময় বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছে। পুলিশকে বোকা বানানোর জন্য লারা জিতকে নকল হিরে রাখতে দেয়। যাতে লারা আসল হিরে নিয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে পারেন, পরবর্তীকালে জিতের যাতে কোনো সমস্যা না হয়। এরপর জিত যখন ন্যু-ইয়র্কে আসেন ঠিক সেইসময় এয়ারপোর্টে স্কুলের ইউনিফর্ম পরা একটি মেয়ে জিতের নামে একটি চিঠি এয়ারপোর্টের ডেস্কে রেখে যায়। সেই চিঠিটি ছিল লারার। চিঠিতে লেখা ছিল –

"মাই ডিয়ার জিত্,
আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু টাকার মত ভালো জীবনে আর কিছুকেই বাসিনি। এই পৃথিবীতে টাকাই হচ্ছে সব প্রেম, সুখ এবং ক্ষমতার মূল। যার টাকা নেই, তার কিছুই নেই। আমার জন্যে তোমাকে কিছু ঝামেলা পোহাতে হল। আমাকে ক্ষমা কোরো.....
যে জীবনে ঝুকি নেই, বুদ্ধি এবং টাকার খেলা নেই, নিজের ইচ্ছামত মুঠিভরে হেলায় পৃথিবীকে ধরার ক্ষমতা নেই; সে জীবন জীবনই নয়।"[৭]

লেখক শেষে লারার মুখ দিয়ে বলতে চেয়েছেন যে পৃথিবীর যে সব দেশে টাকাওয়ালা লোকেরা, রাজনীতিকরা মানুষ খুন করছে, সততা, চরিত্র, সরলতা যা কিছু পবিত্র সব কিছুই খুন করছে। সে খুনে রক্ত ঝরেনা। যারা ধনী ও ক্ষমতাসীন থাকার জন্য একের পর এক খুন করে। সেই খুনের কাছে এই খুন কিছুই না। লারা চেয়েছে জিতের সাথে ভারতবর্ষে দেখা করতে, দার্জিলিঙে যেতে, 'শেষের কবিতা' পড়তে। আর লারা যে কেনেথকে খুন করেছিল সে ছিল ড্যানারের লোক স্মাগলার, অপরাধী। জিত শেষে লারাকে নেনে পাখি বলে। নেনে পাখি হল হনলুলুর ন্যাশানাল বার্ড। নেনেই হাওয়াই-এর সবচেয়ে বড় স্থলচর পাখি।

তথ্য সূত্র:-

১। গুহ, বুদ্ধদেব, 'ওয়াইকিকি', আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর ১৯৮০, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা.৫৪
২। তদেব পৃষ্ঠা.৫৮
৩। তদেব পৃষ্ঠা.৭৭
৪। তদেব পৃষ্ঠা.৮২
৫। তদেব পৃষ্ঠা.৮৪
৬। তদেব পৃষ্ঠা.৮৭
৭। তদেব পৃষ্ঠা.৮৮